IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 11960 OF 2015

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

-AND -

IN THE MATTER OF:

Agrani Bank Limited
... Petitioner

-VS-

The learned Judge, Artha Rin Adalat, Jamalpur and another
.....Respondents

Mr. M. Mohiuddin Yousuf, Advocate
…..For the Petitioner

None appears
… For the respondents

Present:
Mr. Justice Zafar Ahmed
And
Mr. Justice Sardar Md. Rashed Jahangir

Heard on: 06.05.2024 and 02.06.2024
Judgment on : 02.06.2024

Zafar Ahmed, J.

In the instant writ petition, this Court issued a Rule Nisi on 13.01.2016 calling upon the respondents to show cause as to why order No. 76 dated 02.08.2015 passed by respondent No. 1, learned Judge, Artha Rin Adalat, Jamalpur in Artha Rin Jari Case No. 30 of 2007 arising out of Artha Rin Suit No. 21 of

1997 disposing of the aforesaid Artha Rin Jari Case by allowing respondent No. 2 to pay the decretal amount only upon waiving the interest and directing the petitioner to release the mortgaged documents to the judgment-debtor (Annexure-C) should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect.

At the time of issuance of the Rule Nisi, this Court passed an interim order staying operation of the order No. 76 dated 02.08.2015 (Annexure-C).

None of the respondents entered appearance in the Rule.

The relevant facts, in short, are that the petitioner Agrani Bank Ltd. as plaintiff filed Artha Rin Suit No. 21 of 1997 against the respondent No. 2 for realization of Tk. 4,14,685/- which includes outstanding loan amount, interest accrued thereon and cost in the Court of Artha Rin Adalat, 1st Court, Sherpur. The suit was decreed *ex parte* in preliminary form on 20.05.1999 for the said amount and the decree was made final on 17.02.2000. Thereafter, on 06.06.2000, the Bank filed Execution Case No. 11 of 2000 in the Court of Artha Rin Adalat, 1st Court, Sherpur claiming Tk. 5,38,972/- which includes the decretal amount, interest accrued thereon and other cost. The respondent No. 2 judgment-debtor paid the decretal

amount of Tk. 4,14,685/- between the period from 17.06.2010 to 15.07.2014 and later on paid the cost to the tune of Tk. 32,000/- on 03.03.2015.

Earlier, the Jari Adalat passed the following order on 02.09.2014:

> "জারী মামলার নথি রায়ের কপি, দাইকপক্ষের দাখিলী দরখাস্তদ্বয়সহ দাইকের এবং ডিক্রীদার পক্ষের দাখিলী যাবতীয় কাগজ পত্র বিশদভাবে পাঠ ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। দেখা যায় মূল মামলায় খরচাসহ ৪,১৪,৬৮৫/- টাকার ডিক্রী প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত রায়ের আদেশ অংশে অনারোপিত খরচাসহ ৪,১৪,৬৮৫/- টাকার ডিক্রী দান করা হইয়াছিল। উক্ত রায়ের আদেশ অংশে অনারোপিত সুদ বাদী ডিক্রীদার ব্যাংক পাইবে মর্মে উল্লেখ নাই। বর্তমানে ডিক্রীদার পক্ষ উক্ত জারী মামলার ১/৯/৯৭ খ্রিঃ তারিখ হইতে ৩১/৩/২০০০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১,৫৭,০৫৩/- টাকা সুদ দাবী করিয়াছেন। ২১/৯৭ অর্থঋণ মামলার রায়ে অনারোপিত সুদ পাইবে মর্মে উল্লেখ না থাকায় বাদী ডিক্রীদার পক্ষ মূল মামলা নিষ্পত্তির তারিখ হইতে আর কোন অনারোপিত সুদ হইতে হকদার নহে।"

The plaintiff Bank did not challenge the order dated 02.09.2014. Be that as it may, according to the statement of accounts submitted by the Bank in the execution case on 05.03.2015, total outstanding amount including interest and cost to be paid by the respondent No. 2 stood at Tk. 8,22,197.15. By the impugned order dated 02.08.2015, the Adalat rejected the bank's statement of accounts holding, "মূল মামলার রায়ের মর্মানুযায়ী ডিক্রীদার ব্যাংক দাইকের নিকট অনারোপিত সুদ পাইতে হকদার নয় মর্মে বিগত ০২/০৯/১৪ খ্রিঃ তারিখে নথি পর্যালোচনান্তে আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও

ম্যানেজার অগ্রণী ব্যাংক লিঃ শেরপুর শাখা ৩/৩/১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৭,৯০,১৯৭.১৫/- (সাত লক্ষ নব্বই হাজার একশত সাতানব্বই টাকা পনের পয়সা) কোন স্থিতি হিসাবে অতিরিক্ত দাবী করিলেন তৎমর্মে ৫/৩/১৫ খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজার অগ্রণী ব্যাংক শেরপুর শাখাকে স্বশরীরে আদালতে হাজির হইয়া কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ২১/৪/১৫ খ্রিঃ তারিখ ধার্য করা হয়। অতঃপর ধার্যকৃত ২১/৪/১৫, ২১/৫/১৫ এবং ১৩/৭/১৫ খ্রিঃ তারিখে ম্যানেজার হাজির হইতে না পারায় ব্যাংক ডিক্রীদার ম্যানেজার এর উপস্থিতি ও কারণ দর্শানোর জন্য সময় প্রার্থনা করিলে বিজ্ঞ আদালত মঞ্জুর করেন।

অদ্য ২/৮/১৫ খ্রিঃ তারিখ ডিক্রীদার পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী ম্যানেজার এ.কে.এম আজাহারুল ইসলাম নামীয় ১ খানা হাজিরা দাখিল করেন। হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত অনারোপিত সুদ ও খরচার হিসাব সম্পর্কে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন লিখিত জবাব বা কারণ দর্শান নাই। বিজ্ঞ আদালতের জিজ্ঞাসায় তিনি স্বীকার করেন যে, মূল মামলার রায়ের মর্মানুযায়ী দাখিলী হিসাব বিবরণী করা হয় নাই। মূল মামলার বিগত ২০/৫/৯৯ খ্রিঃ তারিখের রায় এবং ২/৯/১৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশের ধারাবাহিকতায় হিসাব বিবরণীতে স্থিতি হিসাব করা হয় নাই। হিসাবটি অসচেতনতা এবং অপ্রনিধান বশতঃ করা হইয়াছে। তিনি উক্তরুপ ত্রুটি মার্জনার জন্য প্রার্থনা করেন।

.....
.....
.....

নথি, হিসাব বিবরণী টাকা জমাদান রশিদ এবং বিগত ২/৯/১৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ পত্রসহ দাইক পক্ষের অদ্যকার দাখিলী দরখাস্ত পর্যালোচনা করিলাম। দেখা যায় দাইক পক্ষ জারী মামলায় উল্লিখিত ডিক্রীকৃত ৪,১৪,৬৮৫/- (চার লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত পঁচাশি) টাকা এবং মামলার খরচ বাবদ ৩/৩/১৫ খ্রিঃ তারিখ ৩২,০০০/- (বত্রিশ হাজার) টাকা ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছেন। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার

যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, দাইকপক্ষের মামলা হইতে অব্যাহতি ও কাগজপত্র ফেরৎ দানের প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে পারে এবং মামলাটি উক্ত কারণে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিযোগ্য। এতদব্যতীত অতিরিক্ত অনারোপিত সুদ এবং মূল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের তথা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য দায়ী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বরাবর জ্ঞাত করানো যাইতে পারে বলিয়া অত্র আদালত মনে করেন।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র জারী মামলার ডিক্রীকৃত টাকা এবং খরচার টাকা দায়িক পক্ষ পরিশোধ করায় মামলার দায় হইতে দায়িক পক্ষকে অব্যাহতিসহ জারী দরখাস্তটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হইল। দাইকের গচ্ছিত বন্ধকী সম্পত্তির স্বত্বের দলিল পত্র ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দায়িক বরাবর ফেরৎ দানের নির্দেশ দেওয়া হইল। মূল রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করিয়া কেন নিলিপ্ত থাকিলেন এবং ৩/৩/১৫ তারিখের দাখিলী হিসাব বিবরণীতে অনারোপিত সুদ কেন ধার্য বা করিলেন তৎমর্মে উক্ত হিসাব বিবরণীতে স্বাক্ষরকৃত এস.পি.ও/ব্যবস্থাপক গোলাম ফারুক অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, শেরপুর শাখা এবং মোঃ আব্দুল মোতালেব, অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, শেরপুর শাখার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অসতর্কতার কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্গলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাহী, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক ভবন, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, থানা-মতিঝিল, জেলা-ঢাকা বরাবর আদেশের কপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হউক।”

The learned Advocate appearing for the petitioner submits that the preliminary decree was silent about the payment of interest. However, the payment of interest on the

decretal amount was mentioned in the final decree. We note that the decree holder bank did not challenge the order dated 02.09.2014. The subsequent order dated 02.08.2015, which has been challenged in the instant writ petition, has been passed based on the earlier order dated 02.09.2014 by which the issue has been settled. Now, there is no scope to raise the issue which is beyond the ambit of the terms of the instant Rule.

So far as the above-quoted findings of the Adalat contained in the impugned order dated 02.08.2015 are concerned, the learned Advocate appearing for the petitioner could not lay his hands on those. This being the position, we do not find merit in the Rule. However, considering the facts and circumstances of the case, we are of the view that the direction of the Adalat in respect of taking disciplinary action against the concerned officers of the bank is not justifiable and hence, the same calls for interference.

In the result, the Rule is discharged with modification to the effect that the order dated 02.08.2015 passed by the Adalat so far as it relates to directing the petitioner bank to take disciplinary action against the concerned officers of the bank is set aside and the adverse remarks made against them are expunged.

Sardar Md. Rashed Jahangir, J.

I agree.

Arif, ABO